ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৫/০৫/২০১৮ ।।

আমবাসায় আজীবিকা ও কৌশল দিবস পালিত

আমবাসা, ০৫ মে।। গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজ আমবাসা টাউন হলে আজীবিকা ও কৌশল বিকাশ দিবস উদযাপিত হয়। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন আমবাসা মিশন-এর ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে আয়ের পথ প্রশস্ত করতে এবং মা বোনদের স্বাবলম্বন করতেই এই জাতীয় সচেতনতামূলক কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে রোজগার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ব-সহায়ক দলগুলি এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন আমবাসা ব্লক মিশনের ম্যানেজার তথা বি ডি ও চন্দ্র কিশোর মলসম। জেলাশাসক বিকাশ সিং তার ভাষণে বলেন, ধলাই জেলাতে প্রায় ১৫০০টি স্ব-সহায়ক দল রয়েছে। তার মধ্যে নতুন করে ৬৪২টি পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় এই বৎসরে ধলাই জেলাতে মোট ৮০০ থেকে ১০০০ জন যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনাতেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা, মহকুমা শাসক জে ডি দোয়াতি, বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপাল সূত্রধর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপতী ভট্টাচার্য্য। শ্রেষ্ঠ কর্ম দক্ষতার জন্য স্ব-সহায়ক দলের অধীনে পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এবং দশটি স্ব-সহায়তা দলকে বিশেষ পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

উদয়পুরে আজীবিকা ও কৌশল বিকাশ দিবস উদযাপিত

উদয়পুর, ০৫ মে।। গ্রাম স্বরাজ অভিযান কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সারা রাজ্যের সাথে আজ উদয়পুরেও রাজর্ষি সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রে আজীবিকা এবং কৌশল বিকাশ দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন, বর্তমানে ভারত সরকার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা চালু করেছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে জনগণ নিতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পগুলির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করেন গ্রামীণ ব্যাংকের রিজিওন্যাল ম্যানেজার নিত্যানন্দ বনিক, এস বি আই-র ডেপুটি ম্যানেজার রবি শংকর কুমার, মাতাবাড়ী ব্লকের বিডিও সৌরভ দাস, ড. সুব্রত দেব, ফিসারী অফিসার মৃন্ময়ী দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাতাবাড়ী ও টেপানীয়া ব্লকের ১২০০ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্ব-সহায়ক দলের সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরে রবীন্দ্রজয়ন্তীর কর্মসূচি

কৈলাসহর, ০৫ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৯মে কৈলাসহরে মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে গতকাল কৈলাসহর পুর পরিষদের সভাগৃহে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা দেবাশিস নাথ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ। সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী পালন কর্মসূচীর সূচনা হবে। প্রভাতফেরী অনুষ্ঠান পুর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র কাননে এসে সমবেত হবে। প্রভাতী অনুষ্ঠানে কবির মূর্ত্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হবে। কবি প্রণাম উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আয়োজিত হবে মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মোট ১৪টি সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্র সংগীত, নৃত্য পরিবেশন করবেন। রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের কাউন্সিলার নীতিশ দে।

সালেমায় আজীবিকা এবং কৌশল বিকাশ দিবস পালিত

কমলপুর, ০৫ মে।। গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ সালেমা কমিউনিটি হলে পালিত হয় সালেমা ব্লক ভিত্তিক আজীবিকা এবং কৌশল বিকাশ দিবস। এই দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে ব্লক এলাকার ৩০৭টি স্ব-সহায়ক দলের সদস্য সদস্যাদের নিয়ে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা। এর উদ্বোধন করেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা এবং আশিস দাস। সভায় ৬২৫ জন অংশ নেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বিধায়ক আশিস দাস বলেন, গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে স্ব-সহায়ক দলগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। মহিলারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলে সমাজ ও দেশের অগ্রগতি ঘটবে। তিনি স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণে বাঁশবেত শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেন। আলোচনা করেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, মহকুমা শাসক মানিক লাল বৈদ্য, সিডিপিও প্রদীপ সরকার প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রহর স্ব-সহায়ক দলের সদস্যা শোভারানী দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিডিও উত্তম ভৌমিক। এই উপলক্ষ্যে সালেমা কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে সালেমা ব্লক, স্বাস্থ্য, আইসিডিএস, ফিসারী, এগ্রিকালচার, কে ভি কে, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা, টি আর এল এম এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আভাঙ্গা শাখার পক্ষ থেকে প্রদর্শনী ষ্টলও খোলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সালেমা ব্লক এলাকার ১০টি স্ব-সহায়ক দলকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্মকান্ড ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

করবুকে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি

করবুক, ০৫ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং করবুক মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ৯মে করবুকেও মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্রজয়ন্তী

পালন করা হবে। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি হবে যতনবাড়ী সাংস্কৃতিক মুক্তমঞ্চে। ঐদিন সকাল ৬টায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সন্ধ্যা ৬টায় যতনবাড়ী মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহকুমা এলাকার ১৫টি সাংস্কৃতিক দলের শিল্পীগণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে। গতকাল করবুক মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মহকুমা এলাকার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে এক সভায় অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় ১৯ সদস্যের মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন বিধায়ক বুর্বামোহন ত্রিপুরা, সদস্য সচিব হয়েছেন মহকুমা শাসক এবং কনভেনার হয়েছেন তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক। সভায় মহকুমা এবং ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন করার জন্য একটি মূল কমিটি ও ৩টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৪-১৫ মে কাকড়াবনে চড়কমেলা ও গাজন উৎসব

উদয়পুর, ০৫ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতি এবং চড়ক মেলা উদযাপন কমিটির যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৪-১৫ মে দুইদিন ব্যাপী কাকড়াবন ব্লকের মেলাঘর টিলা এস বি স্কুল প্রাঙ্গণে চড়ক মেলা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে গতকাল কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতি সভাগৃহে কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুনীতি রায়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্লকের বি ডি ও সুমিতা চক্রবর্তী, সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় উৎসবের দুই দিন স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এই উৎসবকে সুষ্ঠু ভাবে সফল করতে ১টি পরিচালন কমিটি ও কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

চলতি মাসে কাকড়াবনে ৪টি স্বাস্থ্য শিবির

উদয়পুর, ০৫ মে।। কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চলতি মাসে কাকড়াবন ব্লক এলাকার ৪টি স্থানে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী ৮মে শিবির হবে কুশামারা সমতল পাড়ায়। ১৫মে গজনমুড়া ঘোষ পাড়ায়, ২৩মে মির্জা জালালউদ্দিন টিলা এবং ২৮মে পূর্ব পালাটানা পূর্ববাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরগুলি থেকে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তমাকারীতে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

মোহনপুর, ৫ মে।। মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ৩মে হেজামারা ব্লকের তমাকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু মানুষ শিবিরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেন। শিবিরে বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিনয় কুমার গৌর, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক শিবিরে তাৎক্ষণিক আবেদনের ভিত্তিতে ১১১ জনকে ইনকাম সার্টিফিকেট ও ৬৪৩টি বিবাহ নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাছাড়া, এস টি সার্টিফিকেটের ৩১১ জন এবং পি আর টি সি সার্টিফিকেটের জন্য ৫১৯ জনের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৬০ জনকে চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়।

মোহনপুরে রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রস্তুতি

মোহনপুর, ৫ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৯মে আমগাছিয়া কমিউনিটি হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় মোহনপুর ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন কর্মসূচির সূচনা হবে। কবি প্রণাম উপলক্ষ্যে এদিন দুপুরে আমগাছিয়া কমিউনিটি হলে আয়োজিত হবে মূল অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশন করবেন। মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান গীতা দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় একটি সাংগঠনিক কমিটি ও ৩টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সভায় মোহনপুর ব্লকের বি ডি ও, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মোহনপুর কার্যালয়ের আধিকারিক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াই জেলায় টিকাকরণ কর্মসূচি

খোয়াই, ৫ মে।। চলতি মাসে খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্থানে শিশুদের বিনামূল্যে টিকাকরণ করা হবে। খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে ১৫টি স্থানে এই টিকাকরণ করা হবে। আগামী ১২ মে জেলা হাসপাতালের এম সি এইচ হলে, পশ্চিম সোনাতলা এবং জাম্বুরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে, ১৬মে পশ্চিম সিঙিছড়া, জাম্বুরা, পহড়মুড়া, বারবিল, পশ্চিম সোনাতলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং জেলা হাসপাতালের এম সি এইচ হলে, ১৯মে সিপাইহাওর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও এম সি এইচ হলে, ২৩ মে পশ্চিম সিঙিছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মধ্য গণকি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালের এম সি এইচ হলে, ২৬ এবং ৩০ মে জেলা হাসপাতালের এম সি এইচ হলে শিশুদের টিকাকরণ করা হবে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পি কে মজুমদার এই সংবাদ জানান।

গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে সবচেয়ে বেশী জরুরী সড়ক উন্নয়ন : রাজ্যপাল

আগরতলা, ০৪ মে।। আজ দ্য ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারস ত্রিপুরা ষ্টেট সেন্টারের উদ্যোগে প্রজ্ঞাভবনে দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ উন্নয়নের উপর ১ দিনের সেমিনার আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সেমিনারের সূচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যপাল তথাগত রায়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব এল কে গুপ্তা, দ্য ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারসের সভাপতি শিশির কুমার ব্যানার্জী, রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফোরামের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনীয়ার এস পি দত্ত প্রমুখ। রাজ্যপাল তাঁর আলোচনায় রাজ্য ও বহি:রাজ্যের অনেক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল হিসাবে আমন্ত্রিত হলেও ত্রিপুরায় এই ধরণের সমাবেশে একজন বাস্তুকার হিসাবে আমন্ত্রিত হতে পেরে অত্যন্ত প্রীতবোধ করছেন বলে জানান। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে এই রাজ্যে ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারস কংগ্রেসের সমাবেশ আয়োজিত হবে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এটা এই ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার জন্যও খুবই সম্মানজনক বিষয়। এজন্য তিনি ত্রিপুরা ষ্টেট সেন্টারের কর্মকর্তাদের শুভেচ্ছা জানান। রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, ভারতবর্ষের এক বিরাট অংশ গ্রামীণ এলাকা, যেখানে বিশাল সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন। কিন্তু গ্রামীণ ভারতের বিকাশ সেভাবে ঘটেনি। যদিও বর্তমানে দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে সবচেয়ে বেশী জরুরী হচ্ছে সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন, পাইপ যোগে পানীয় জলের সরবরাহ ও দক্ষতার উন্নয়ন। তিনি বলেন, এখনও ত্রিপুরার অনেক গ্রামে মহিলাদের দূর দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ছড়া থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হয়, যা দূর্ভাগ্যজনক। রাজ্যপাল দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ উন্নয়নে পরিকল্পনা রূপায়ণে গ্রামীণ সম্পদকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ধর্মনগরে রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রস্তুতি

ধর্মনগর, ০৪ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মনগরে মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। ৯ মে সকাল ৬ টায় শোভাযাত্রার মাধ্যমে মহকুমা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এরপরই অনুষ্ঠিত হবে প্রভাতী কবি প্রণাম। এদিন বিকেলে বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গতকাল ধর্মনগর তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে মহকুমা ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় এই সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী উদযাপন কর্মসূচিকে সফল রূপ দেয়ার জন্য সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। সমাজসেবী বর্ণালী গোস্বামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশিষ্ট শিল্পী রবীন্দ্র দেবনাথ, সমাজসেবী দীপাল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গৌরনগর ব্লকে কৃষকদের জন্য ১০০ দিনের কাজের পরিকল্পনা

কৈলাসহর, ০৪ মে।। মহকুমার গৌরনগর ব্লকে কৃষি দপ্তরের ১০০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। এরমধ্যে সয়েল হেলথ-কার্ড স্কীমে ৪০০ কৃষকের জমির মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় খারিফ মরশুমে ৭০০ হেক্টর জমি বীমার আওতায় আনা হবে। কৃষকদের ৫টি প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ শিবিরে ৩০জন করে কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে একটি মত বিনিময় সভা। একটি ফার্ম স্কুল খোলা হবে। একটি কৃষি বিষয়ক প্রদর্শনী হবে। এছাড়া, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের উপরেও অনুষ্ঠিত হবে একটি প্রশিক্ষণ শিবির।

ব্লকের ৮টি পরিবারকে পাওয়ারটিলার দেওয়া হবে। পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনায় জৈব চাষের উপরে ৪টি স্থানে আলোচনা সভা করে শংসাপত্র বিতরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনায় ৩জন কৃষককে পাম্পসেট দেওয়া হবে। এছাড়া ৫টি কৃষক পরিবারে জলের পাইপ দেওয়া হবে। ব্লকের ১৪ হেক্টর এলাকা নিম চাষের আওতায় আনা হবে। কৃষকদের ছোট-আকারে ছাগল ও শুকরের ফার্ম করে জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে ৬টি কৃষক পরিবারে সহায়তা প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে গরু পালনে সহায়তা পাবেন ৩ জন কৃষক। মাছ চাষে ৩জন ও ভার্মি-কম্পোষ্ট সার করার জন্যে ৫জন কৃষককে সহায়তা দেওয়া হবে। খাদ্য নিরাপত্তার উপরে কৃষকদের একটি প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা মিশনে ৪ মেট্রিকটন কৃষিবীজ বিতরণ করা হবে। এই মিশনে ৭ হেক্টর এলাকায় প্রদর্শনী মূলক চাষ করা হবে। একই মিশনে ইন্টিগ্রেটেড নিউট্রিমট ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনা হবে ২৪ হেক্টর এলাকা। সেই সঙ্গে প্রদর্শনী চাষ হবে ১০ হেক্টর এলাকায়। এই জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনেই গৌরনগর ব্লকে ২৫ হেক্টরে তুলা ও তৈলবীজ এবং ৩৫ হেক্টরে পাটের প্রদর্শনী চাষ করা হবে।

করবুকে ৫মে বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য শিবির

উদয়পুর, ০৪ মে।। করবুক সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চলতি মাসে করবুকের বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী ৫মে পতিছড়ি এ ডি সি ভিলেজের হরিব্রত পাড়ায়, ৮মে ইচাছড়ি ভিলেজের সূর্যপ্রসাদ পাড়ায়, ১৪ মে পশ্চিম করবুক ভিলেজের পূর্বহাম পাড়ায়, ২১মে দক্ষিণ একছড়ি ভিলেজের তুইবাই পাড়ায়, ২৪মে পূর্ব করবুক এ ডি সি ভিলেজের অলিন্দ্র পাড়ায় এবং ২৮মে দক্ষিণ একছড়ি ভিলেজের দুরপারাই পাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রাজ্যভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি

আগরতলা, ৪ মে।। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আগরতলায় তিনদিন ব্যাপী বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। ৯ মে কবির জন্মদিনে রবীন্দ্র কাননে প্রভাতী কবি প্রণামের মধ্য দিয়ে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। সেখানে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ বিশিষ্টজনেরা। আয়োজিত হবে শিশু শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে কবির জন্মজয়ন্তী উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে রাজ্য ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপনের সাংগঠনিক কমিটির সভা থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের প্রধান সচিব সুশীল কুমার, বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম-অধিকর্তা দিনেশ দেবনাথ, উপ-অধিকর্তা ভাস্কর দাশগুপ্ত, সহ-অধিকর্তা বিপুল কুমার দেববর্মা ও পাঞ্চালী দেববর্মা সহ রবীন্দ্র অনুরাগী বিদ্বজনেরা।

তিনদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রথম দিন ৯ মে সন্ধ্যায় কবির পূজা পর্যায়ের, দ্বিতীয় দিন ১০ মে প্রেম ও বিচিত্রা এবং তৃতীয় দিন ১১ মে প্রকৃতি ও স্বদেশ পর্যায়ের সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশিত হবে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পূর্বে রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক এবং তৃতীয় দিন রবীন্দ্র জীবনে ত্রিপুরার প্রভাব বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, প্রতিদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রাজ্যের শিল্পীরা ছাড়াও বহিঃরাজ্যের বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীদের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের প্রবেশ পথে রবি ঠাকুরের আঁকা ছবি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে। তিনদিন ব্যাপী সমগ্র অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজকের সভার সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বেশি করে আকৃষ্ট করাতে হবে। তাদের মধ্যে রবীন্দ্র চিন্তা-চেতনার প্রসার বেশি করে ঘটাতে হবে। তবেই সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থক হবে। পাশাপাশি তিনি রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন কর্মসূচির প্রচার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেও আহ্বান জানান। সভায় রাজ্য ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপনের জন্য ২৪ জনের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। এর চেয়ারম্যান হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য ভিত্তিক অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতিটি মহকুমা ও ব্লকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

আমাদের দেশের নৃত্যকলা বিশ্ব বন্দিত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল।। আমাদের দেশের সংস্কৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। আমরা সবাই ভারতবর্ষের এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের দেশের সংস্কৃতি বিভিন্ন ভাবে গানে, নৃত্যে, কলার মাধ্যমে অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের ঋদ্ধ করে আসছে। আমাদের সভ্যতায় নানা ভাবে এই সংস্কৃতি

উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে, কাব্যে ও পাহাড়ের গায়ে, মন্দিরের গায়ে, পাথরের গায়ে ছবি আকারে আমাদের সেই সংস্কৃতির রূপ পরিলক্ষিত হয়। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে সম্বোধী ফাউন্ডেশন অব আর্টস এন্ড কালচার নিবেদিত চতুর্থতম মুকুল ডান্স এন্ড মিউজিক ফেস্টিভেলের উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের নৃত্যকলার যে রূপ বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে দেখা যায় তা দুনিয়াতে সেভাবে দেখা যায় না। কোনার্ক, খাজুরাহ মন্দির বা পুরানো মন্দিরগুলিতে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির নৃত্যকলা বা চিত্রকলা পরিলক্ষিত হয়। এই নৃত্যকলা বিশ্ব বন্দিত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের নৃত্যকলা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যকলা। ভারত নাট্যম বা ওডিসি নৃত্য হোক বা অন্যান্য নৃত্যকলায় তার যে বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে তা দুনিয়ায় অন্য নৃত্যে লক্ষ্য করা যায় না।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকালে যদি কারোর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া হয় তখন রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর বা সন্ধ্যায় নৃত্যের ঘুঙ্গুরের শব্দ শোনা যায়। সেটাই হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার সংস্কৃতি। এই ক্ষেত্রে তিনি রাজ্যের সঙ্গীত পরিচালক এস ডি বর্মন এবং আর ডি বর্মনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, তাঁরা শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে রাজন্য আমলে রাজাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং রাজ্যের সাহিত্য কলা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, যদি স্বামী বিবেকানন্দের নীতি ও আদর্শ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলেই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, নতুন বছরে পয়লা বৈশাখ, বিঝু উৎসব, গড়িয়া উৎসব, বিহু উৎসব সবগুলি উৎসবের মূল উদ্দেশ্য নতুন কিছু করা, নতুন দিশা দেওয়া এবং নতুন চিন্তার দিকে নিজেকে নিয়ে যাওয়া। এই দিশাতে এই সংস্থা নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। শুধু অর্থনীতি বা পর্যটনেই নয় আমাদের স্বপ্ন গান, নৃত্য বা কলাতেই হোক সমস্ত ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা, আইনজীবী সুব্রত সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. প্রানতোষ রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্বোধী ফাউন্ডেশন অব আর্ট এন্ড কালচারের পরিচালক ড. মন্দাক্রান্তা রায়। অনুষ্ঠানে একটি ফ্রেমে বাঁধানো কাগজে আঁকা স্বামী বিবেকানন্দের ছবি কাগজ শিল্পী অসীম কান্তি পাল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মহুল বুটিকের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে কাগজ শিল্পী অসীম কান্তি পালকে সম্বর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার শিল্পিরা নৃত্য এবং তবলা লহড়া পরিবেশন করেন।

সাব্রুমে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

সাব্রুম, ২৭ এপ্রিল।। সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচিতে আজ সাব্রুম বাজার, হাসপাতাল চৌমুহনী, অফিসটিলা, দমদমা সহ সমগ্র শহর এলাকায় সাফাই অভিযান সংগঠিত করা হয়। শিক্ষক, কর্মচারী সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরাও সাফাই অভিযানে অংশ নেন। মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরাও সাফাই কাজে হাত লাগান। স্বচ্ছ ভারত মিশন সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য সাফাই অভিযান শেষে সাব্রুম কালীবাড়ি থেকে এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

তিনটি দপ্তরের তথ্য আধিকারিক নিযুক্ত

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ এবং সমবায় দপ্তরের ফার্স্ট এপিলেট অথরিটি, এস পি আই ও এর নাম ঘোষনা করা হয়েছে।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ফার্স্ট এপিলেট অথরিটি করা হয়েছে অধিকর্তা উদয়ন সিনহাকে। যোগাযোগের জন্য তাঁর পুরো ঠিকানা হলোড্ডউদয়ন সিনহা, টি সি এস, এস এস জি, অধিকর্তা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, শিক্ষা ভবন, চতুর্থ তল, অফিস লেন, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা। ফোন-০৩৮১-২৩০০০৮২।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ফার্স্ট এপিলেট অথরিটি হয়েছেন দপ্তরের অধিকর্তা শিবানন্দ এস তলোয়ার, আই এফ এস। ফোন নম্বর-০৩৮১-২৩০-৭৭৫১, ৯৪৩৬৭৭২৬৬২(মোবাইল)।

কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর চন্দন বনিককে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা জেলা অফিসের এস পি আই ও করা হয়েছে। কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর অনুপম দত্তকে ডেপুটি রেজিষ্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, কৈলাসহর, ঊনকোটি জেলা অফিসের এস পি আই ও করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারের বৈঠক

আগরতলা,২৬ এপ্রিল।। ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এজন্য দু-দেশের মানুষই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, আশাকরি আগামী দিনেও দু-দেশের মানুষের এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা-র উপস্থিতিতে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে আজ মহাকরণের ১ নং কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক বৈঠকে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা ও কোলকাতার মধ্যে যে বাস চলাচল ব্যবস্থা রয়েছে তার চেকিং-এর ব্যবস্থাকে আরও সহজতর করে পদ্ধতিগত কারণে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় তা কমিয়ে সময় সাশ্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ সীমান্তে চালু বর্তমান সীমান্ত হাটগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লাভালাভের চেয়ে ভারত ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। ত্রিপুরায় আরও সীমান্ত হাট চালু করতেও তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন। বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে জলপথ যোগাযোগ, রেল ও সড়ক যোগাযোগ, বর্ডার হাট এবং দু-দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। তিনি জানান, গত দশ বৎসর সময়ে দু-দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১১১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ মোট ৭.৫ বিলিয়ন ডলার। ভারত থেকে বাংলাদেশে সরবরাহকৃত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ ৬৬০ মেগাওয়াট, এর মধ্যে ত্রিপুরা থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। বাংলাদেশ থেকে আগরতলা হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে ১০ জিবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডওইডথ সরবরাহ করা হচ্ছে। বৈঠকে শ্রীশ্রিংলা আরও জানান, বাংলাদেশের আশুগঞ্জ নদী বন্দরটি ইন্ডিয়ান কনটেইনার পোর্ট হতে চলেছে। এছাড়া, আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া পর্যন্ত দুই লেনের হাইওয়েকে চার লেন করা হবে। রামগড় থেকে সাব্রুমে যোগাযোগকারী ফেনী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আখাউড়া থেকে আগরতলা রেলপথের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। বৈঠকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ত্রিপুরায় সড়ক, রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের যে সার্বিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি জানান, চট্টগ্রাম পোর্টে একটি নতুন টার্মিনাল তৈরি করা হচ্ছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের পরিকল্পনা রয়েছে চট্টগ্রাম পোর্টে এল পি জি হাব তৈরি করে ত্রিপুরার জন্য সেখান থেকে এল পি জি সরবরাহ করার। সে বিষয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। ভারত থেকে পণ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দর ও মঙ্গলা বন্দরের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া, ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। গোমতী ও হাওড়া নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে মুখ্য সচিব সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, বৈঠকের আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা মুখ্যমন্ত্রীর বিপ্লব কুমার দেবের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।